আজকের কাগজ

তারিখ 0 9 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

121

বেসরকারী শিক্ষক প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে শতকরা আটা নব্বইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। এ সমস্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে থাকে।
স্বাধীনতার দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও বেসরকারি শিক্ষকদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা এখন যাপন করছে মানবেতর জীবন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রতিটি সরকারই ব্যর্থ হয়েছেন।
একদিকে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির আর্থিক নিশ্চয়তা ও সচ্ছলতার অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরির অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক অনটন। একই দেশে দু'চিত্র এবং সম্পূর্ণ উল্টোচিত্র। এ চিত্র একটি সভ্য সমাজে কাম্য হতে পারেনা। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকদের অবদান অনেক বেশি। কারণ শিক্ষার আলো বিস্তৃত করার জন্যে দেশে, শহর ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষক শ্রম, মেধা ও যৌবন দিয়ে অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিগত সরকারগুলো স্রেফ রাজনৈতিক কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছেন, ভাবটা এমন বেসরকারি শিক্ষকগণ যা তা আবার তা সরকারি হলে ফেরেশতা। এ দুষ্ট মানসিকতা কতদিন চলবে। আমার দীর্ঘদিনের আলোকে বেসরকারি শিক্ষকদের জীবন যাত্রারমান এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্যে কতিপয় সুচিন্তিত মত রাখছি সরকার

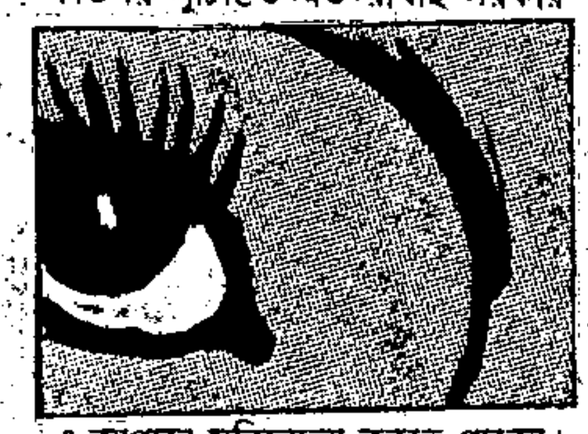

এ ব্যাপারে সুবিবেচনা করতে পারেন।
১। বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের সমপর্যায়ে আনা,
২। তাদের উৎসব ভাগ এবং টাইমস্কেল প্রদান করা,
৩। তাদের সার্ভিস রুল প্রবর্তন করা,
৪। বদলির নিয়ম চালু করা
৫। ভালো শিক্ষকদের উপযুক্ত সম্মান ও সুযোগ প্রদান করা হোক।

রায় রণজিত কুমার
সুপার মার্কেট
মুন্সীগঞ্জ -১৫০০